



216483 - আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ঈমানেরে সর্বাধিক শক্তিশালী বন্ধন

প্রশ্ন

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং এ ভালোবাসার অধিকার ও দাবী আদায় করা কি ইবাদত ও আল্লাহর নকৈট্য লাভেরে মাধ্যম? এটা কি নিফল ইবাদতেরে মর্যাদায়; নাকি হজ্জেরে, যমেনটি হাসান বসরী জনকৈ ব্যক্তকৈ বলছেলিনে, ওহে আ'মাশ তুমি কি জান না, তোমার ভাইয়েরে প্রয়োজনে বেরে হওয়া এক হজ্জেরে পরে অপর হজ্জ আদায় করারে সমান। তনি কি তাকৈ উৎসাহমূলকভাবে এ কথাটি বলছেন; নাকি আসলে এর সওয়াব এ রকম? একজন মানুষ যাকৈ আল্লাহর জন্য ভালোবাসে তার সাথে কোনে পদ্ধততিে সম্পর্ক রক্ষা করবে, যাতৈ করে রহমানেরে ছায়ায় অবস্থান করতে পারে এবং আমাদেরে জন্য রহমানেরে মহব্বত অনবির্য হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ঈমানেরে সবচেয়ে মজবুত বন্ধন। এটি এমন এক মহান ভিত্তি যার উপর মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এর মাধ্যমে মানুষেরে মাঝে সম্প্রীতি ও মিলেবন্ধন তৈরী হয়। ফলে তারা একে অপরকে ভালোবাসে, সাক্ষাত করে, উপদেশে দেয়, বংশ গড়ে, ভাল কাজেরে আদেশে দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধে করে। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম ভ্রাতৃত্বেরে অর্থ পূরণ করে। এর মাধ্যমে তারা তাদের লেনেদনে, সঙ্গতিব ও আচার-আচরণে ঈমানেরে স্বাদ অনুভব করে। ইমাম আহমাদ (১৮৫২৪) বারা বনি আযবে (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তনি বলেন: “ঈমানেরে সবচেয়ে মজবুত বন্ধন হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা।” মুসনাদ গ্রন্থেরে তাহকীককারীগণ হাদিসটিকৈ ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেন। অনুরূপভাবে আলবানিও ‘সহিহু তারগীব’ গ্রন্থে হাদিসটিকৈ ‘হাসান’ বলছেন।

অতএব, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা নকীর কাজ ও উত্তম আমল।

সহি বুখারী (১৩), সহি মুসলিম (৪৫) ও সুনানে নাসাঈ (৫০১৭)-তে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে (হাদিসটির ভাষ্য নাসাঈর) যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ঐ সত্তার কসম যার হাতে রয়েছে মুহাম্মদেরে প্রাণ, তোমাদেরে কটে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেরে জন্য যে কল্যাণটি ভালোবাসে তার (মুসলিম) ভাইয়েরে জন্যেও সে কল্যাণটিকৈ ভালোবাসে”।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: কারমানী বলেন: ঈমানেরে মধ্যে এটাও পড়বে, নিজেরে জন্য যা অপছন্দ করে তার (মুসলিম)



ভাইয়েরে জন্যেও সটোকৈ অপছন্দ করবে”।[ফাতহুল বারী (১/৫৮)]

যদি মুসলমিরে জন্য কল্যাণকে ভাল না বাসলে ওয়াজবি ঈমান পূরণতা লাভ না করে তাহলে সরাসরি মুসলমিকে ভালবাসা ও মুসলমিরে সাথে মতৈরী গড়া এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তযুক্ত ও অধিক মর্যাদার।

দুই:

ইবনে ইবনে আবুদুনিয়া ‘কায়াউল হাওয়াইজ’ (পৃষ্ঠা-১০৩) গ্রন্থে ও ‘ইস্তনিউল মারুফ’ (পৃষ্ঠা-১৬৩) গ্রন্থে ‘হাকাম বনি সনিান’ এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মালিকি বনি দিনার আমাদরে নকিট হাদিস বর্ণনা করছেন তিনি বলেন, হাসান (রহঃ) মুহাম্মদ বনি নূহ ও হুমাইদ আত-তাওয়লিকৈ তার ভাইয়েরে এক প্রয়োজনে পাঠালেন এবং বললেন: তোমরা সাবতে আল-বুনানীর কাছে যাবে এবং তাকে তোমাদরে সাথে নিয়ে যাবে। তারা সাবতেরে কাছে গেলে সে বলল: আমি ইতকিফে আছি। তখন হুমাইদ হাসান (রহঃ) এর কাছে ফরিয়ে এসে সাবতে যা বলছে সটো জানাল। তখন হাসান তাকে বললেন: তুমি তার কাছে ফরিয়ে যাও এবং বল যে, ওহে উমাইশ! তুমি কি জান না যে, তোমার ভাইয়েরে প্রয়োজনে গমন করা তোমার জন্য হজ্জেরে পর হজ্জ আদায় করার চয়ে উত্তম?”

এই বর্ণনাটির সনদ দুর্বল। আল-হাকাম বনি সনিান হাদিসে দুর্বল। ইবনে মায়নি, নাসাঈ, ইবনে সাদ ও আবু দাউদ প্রমুখ আলমে তাকে দুর্বল বলছেন। ইবনে হিব্বান বলছেন: তিনি ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারীগণ থেকে এককভাবে মাওযু হাদিস বর্ণনা করছেন। তাকে নিয়ে মশগুল হওয়া চলে না।[তাহযীবুত তাহযীব (২/৩৬৭) থেকে সমাপ্ত]

এই বর্ণনাটিকে সঠিক ধরা হলে এতে মুসলমানদেরে প্রয়োজন পূরণ করার প্রতি উৎসাহিত করার দলিল এতে রয়েছে।

এর চয়ে অধিক বিশুদ্ধ হচ্ছে ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমি আমার কোন এক ভাইয়েরে প্রয়োজনে সাথে যাওয়া আমার কাছে আমার এই মসজিদে একমাস ইতকিফ করার চয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি তার মুসলমি ভাইয়েরে প্রয়োজনে সাথে গিয়ে তার প্রয়োজনটি সম্পন্ন করে দেয় আল্লাহ ঐ দিন তার পদযুগল অবচিল রাখবনে যাইদনি পাগুলো স্থির থাকবে না।[তাবারানী (১৩৬৪৬), ইবনে বশিরান-এর ‘আল-আমালি’ প্রমুখ হাদিসটি বর্ণনা করছেন এবং আলবানী ‘সলিসলি সহহি’ গ্রন্থে (৯০৬) হাদিসটিকে হাসান বলছেন।

ইবনুল মুবারক তাঁর ‘আল-যুহদ’ গ্রন্থে (৭৪৬) আবু জাফর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: এক লোক হুসাইন বনি আলী (রাঃ) এর কাছে এসে কোন এক প্রয়োজনে তাঁর সহযোগিতা চাইল। লোকটি এসে তাঁকে ইতকিফ অবস্থায় পলে। তখন তিনি বললেন: আমি ইতকিফে না থাকলে তোমার সাথে যতোম এবং তোমার প্রয়োজনটির সমাধান করে দতিম। লোকটি বরে হয়ে হাসান বনি আলী (রাঃ) এর কাছে গেলে এবং তার কাছে নিজেরে কাজেরে কথা জানাল। তখন হাসান (রাঃ) তার সাথে তার প্রয়োজনে বরে হলেন। তখন লোকটি বলল: আমি আমার প্রয়োজনে আপনার সাহায্য চাওয়াটা পছন্দ করছিলাম না। আমি



হুসাইন (রাঃ) এর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বলছেন: আমি ইতকিফে না থাকলে তোমার সাথে বেরে হতাম। তখন হাসান (রাঃ) বললেন: আল্লাহর জন্য আমার যত ভাই তার কোন প্রয়োজন সম্পন্ন করে দিতে পারা আমার কাছে একমাস ইতকিফ করার চেয়ে উত্তম।”

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“মুসলমানদের কাজে সহযোগিতা করা ইতকিফ করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর উপকার নিজের গণ্ডি পরিয়ে অন্যদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যক্তিগত উপকারের চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক উপকার অধিক উত্তম। তবে ব্যক্তিগত আমলটা যদি ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ ও ফরয শ্রণীর হয় তাহলে নয়।” [মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাঈলি উছাইমীন (২০/১৮০)]

তনি:

যেই সাতজনকে আল্লাহ ছায়া দবিনে, যেইদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না তাদের মধ্যে রয়েছে: “এমন দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালবসেছে; এর ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছে ও বিচ্ছিন্ন নয়।” [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

ইমাম আহমাদ (২২০০২) উবাদা বনি সামতে (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালবাসে, আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্য একে অপরকে সাক্ষাত করে, আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্য একে অপরকে পছন্দ করে, আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্য একে অপরকে মুসাফাহা করে ও যোগাযোগ রাখে।” [আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৪৩২১) হাদিসটিকে ‘সহিহ’ বলছেন]

সত্য ভালবাসা, আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা, নকেকাজে সহযোগিতা, একে অপরকে উপদেশে দায়, নকে কথা ও কাজে একত্রিত হওয়া এবং গুনাহর কথা ও কাজ বর্জন করার ক্ষেত্রে একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে বান্দা এই উচ্চ মনয়লি ও উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারে। তাছাড়া নিজের জন্য যা পছন্দ করে মুসলিমি ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করা, নিজের জন্য যা অপছন্দ করে মুসলিমি ভাইয়ের জন্যও তা অপছন্দ করা, মুসলিমি ভাইয়ের খুশিতে খুশি হওয়া, দুঃখে দুঃখী হওয়া, নকীর কাজে সহযোগিতা করা, দুনিয়া ও আখরোতেরে যা কিছু তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাতে তাকে সহযোগিতা করা, তার অনুপস্থিতিতে তার মর্যাদা রক্ষা করা, তাকে বা তার পরিবারের কোন সদস্যকে সহযোগিতা করা থেকে পছন্দ না হওয়া, তার ভাল দিকগুলো উল্লেখ করা, তার দোষ ঢেকে রাখা, তার গবিত না করা, অপবাদ না দেয়া, তার সাথে ঔরশজাত ভাইয়ের মত আচরণ করা; বরং তার চেয়েও ভাল আচরণ করা।

মোটকথা: ব্যক্তি নিজের যে আচরণ পতে পছন্দ করে মুসলিমি ভাইয়ের সাথে কথা ও কাজে, সাক্ষাতে বা অন্তরালে সে রকম



আচরন করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।